নবম অধ্যায়
রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থা

দেশের অর্থনীতির শিল্প, বিদ্যুৎ ও গ্যাস, পরিবহন, যাতায়াত এবং সেবা খাতে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থাসমূহ গুরুত্বপুর্ণ অবদান রাখছে। বাজার অর্থনীতির যুগে ক্রমবর্ধমান ব্যক্তিখাতের উত্থানের সাথে সংগতি রেখে রাষ্ট্রায়ত্ত সেক্টরে বেসরকারিকরণ কর্মসূচিসহ বিভিন্ন সংস্কার কর্মসূচি চালু রয়েছে, তথাপি এসব সংস্থা এখনও জাতীয় উৎপাদন, মূল্যসংযোজন, কর্মসংস্থান ও রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। বর্তমানে এ সকল সংস্থাসমুহে বিভিন্ন সংস্কার কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। এ সকল কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে রাষ্ট্রীয় ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের সার্বিক লোকসান বিগত বছরসমূহের তুলনায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে যা দেশের প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধিতে সহায়ক। দেশে বিদ্যমান ৪৪টি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাকে(অ-আর্থিক) বাংলাদেশ ষ্ট্যান্ডার্ড ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ক্লাসিফিকেশন (BSIC) অনুযায়ী ৭টি সেক্টরে বিভক্ত করে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের অর্থনৈতিক ও আর্থিক বিশ্লেষণ প্রণয়ন করা হয়েছে।

বক্স ৯.১: রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাসমূহ

ক্রমিক নং	সেক্টর	সংস্থার সংখ্যা	সংস্থার নাম
১।	শিল্প	৬টি	বাংলাদেশ বস্ত্র শিল্প কর্পোরেশন, বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন, বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন, বাংলাদেশ রসায়ন শিল্প কর্পোরেশন, বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন।
২।	বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি	৫টি	বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ,ঢাকা পানি ও পয়ঃপ্রণালী কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম পানি ও পয়ঃপ্রণালী কর্তৃপক্ষ।
৩।	পরিবহন ও যোগাযোগ	১০টি	বাংলাদেশ সমুদ্র পরিবহন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ বিমান কর্পোরেশন, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম বন্দর ডক পরিচালনা বোর্ড, মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ, মংলা বন্দর ডক পরিচালনা বোর্ড, বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ, যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ।
৪।	বাণিজ্য	৩টি	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন, বাংলাদেশ পাট কর্পোরেশন (বিলুপ্ত), বাংলাদেশ বাণিজ্য কর্পোরেশন।
৫।	কৃষি	২টি	বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন।
৬।	নির্মাণ	৪টি	চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।
৭।	সার্ভিস	১৪টি	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, বাংলাদেশ রপ্তানী প্রক্রিয়াজাতকরন অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, বাংলাদেশ রেশম বোর্ড, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন এবং বাংলাদেশ চা বোর্ড।

রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের উৎপাদন ও উপাদান আয়

সারণি-৯.১ এ দেখা যায় যে ২০০০-২০০১ অর্থবছরে দেশে বিদ্যমান সকল রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় মোট পরিচালন রাজস্ব ছিল ২৫৫৯৪ কোটি টাকা যা ২০০৩-২০০৪ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে ৩২৫৪১ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে । বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ৮.২৫ শতাংশ। উক্ত সময়ে ক্রীত পণ্য ও সেবার মূল্য ৬.৯৬ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। উৎপাদন ব্যয়ের হিসাবে ২০০০-২০০১ অর্থবছরে মূল্যসংযোজনের পরিমাণ দাঁড়ায় ২১৭৯ কোটি টাকা যা ২০০৩-২০০৪ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে ৩৮৩৯ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। মূল্যসংযোজনের প্রবৃদ্ধির হার ২০.৫৬ শতাংশ। ২০০০-২০০১ অর্থবছরের তুলনায় ২০০৩-২০০৪ অর্থবছরে পরিচালন লোকসান হ্রাস পাওয়ায় মূল্যসংযোজনের বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়।

সারণি ৯.১ঃ অ-আর্থিক রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের রাজস্ব, মূল্যসংযোগ,উপাদানের আয় এবং প্রবৃদ্ধির হার (২০০০-২০০১ হতে ২০০৩-২০০৪)।

(কোটি টাকায়)

	২০০০-২০০১ প্রকৃত	২০০১-২০০২ প্রকৃত	২০০২-২০০৩ প্রকৃত	২০০৩-০৪	প্রবৃদ্ধির হার
পরিচালন রাজস্ব	২৫৫৯৪	২৭৪৬৪	৩০৫০০	৩২৫৪১	৮.২৫
ক্রীত পণ্য ও সেবা	২৩৪১৪	২৪০১৪	২৬৮৩২	২৮৭০৩	৬.৯৬
মূল্যসংযোগ ঃ উৎপাদন ব্যয়ের হিসাবে	২১৭৯	৩৪৫০	৩৬৬৮	৩৮৩৯	২০.৫৬
বেতন ও ভাতাদি	১৮৩৩	১৮১১	১৭৮১	১৭৮৪	-০.৮৯
অবচয়	২১১৯	২১৪৬	১৫৩৩	১৯৬৭	-২.৪৩
পরিচালন লোকসান	(১৭৭৩)	(৫০৬)	৩৫৪	৮৭	১.৭৩
মূল্যসংযোগ ঃ উৎপাদনে উপাদানের অবদানের হিসাবে	২১৭৯	৩৪৫০	৩৬৬৮	৩৮৩৯	২০.৫৬

উৎসঃ মনিটরিং সেল, অর্থ বিভাগ।

নীট মুনাফা/লোকসান

২০০৩-০৪ অর্থবছরে ৪৪টি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থার নীট লোকসান ছিল ৫৪৯.১৫ কোটি টাকা (সাময়িক)। ২০০৪-০৫ অর্থবছরে নীট লোকসান প্রাক্কলন করা হয়েছে ২৯৮৯.৩৪ কোটি টাকা। ২০০৪-০৫ অর্থবছরে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের প্রাক্কলিত মোট লোকসান পূর্ববর্তী (২০০৩-০৪) বছরের তুলনায় বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হল আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের মূল্য বৃদ্ধি ও ডলারের মূল্যের সাথে টাকার অবমূল্যায়ন। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন সরকার নির্ধারিত মূল্যে অভ্যন্তরীণ বাজারে তেল বিক্রি করে। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন একক ভাবে ২০০৪-০৫ অর্থবছরে ২৭৯২.৪০ কোটি টাকা লোকসানের সম্মুখীন হতে পারে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০০৩-০৪ অর্থবছরের তুলনায় ২০০৪-০৫ অর্থবছরের প্রাক্কলনে যে সকল রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার নীট মুনাফা বৃদ্ধি অথবা লোকসান হ্রাস পাবে সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হ'লঃ ঢাকা ওয়াসা (নীট মুনাফা ১৩.১৪ কোটি টাকা হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৪-০৫ অর্থ বছরে ৫৭.৬৪ কোটি টাকা), বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন (নীট মুনাফা ২.৩৯ কোটি টাকা হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৪-০৫ অর্থবছরে ১১.৪৫ কোটি টাকা), চট্রগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (নীট মুনাফা ৮.৭৩ কোটি টাকা হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৪-০৫ অর্থবছরে নীট ২৬.২৬ কোটি টাকা), বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ (নীট মুনাফা ৩.৮৮ কোটি টাকা হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৪-০৫ অর্থবছরে নীট ১১.০৭ কোটি টাকা), বাংলাদেশ জুট মিলস্ কর্পোরেশন (নীট লোকসান ২১০.৯৮ কোটি টাকা হতে হ্রাস পেয়ে ২০০৪-০৫ অর্থবছরে হবে ১৭৭.৫২ কোটি টাকা), বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন (নীট লোকসান ৪১.৮৩ কোটি টাকা হতে হ্রাস পেয়ে ২০০৪-০৫ অর্থ বছরে হবে ১৮.৫১ কোটি টাকা), বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন (নীট মুনাফা ৩৭৭.২২ কোটি টাকা হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৪-০৫ অর্থ বছরে ৩৯৬.৬৪ কোটি টাকা)।

সরকারি কোষাগারে লভ্যাংশ প্রদান

সকল রাষ্ট্রীয় সংস্থা ২০০৩-০৪ অর্থবছরে লভ্যাংশ হিসাবে ২০২.৩১ কোটি টাকা প্রদান করে। ২০০৪-০৫ অর্থবছরে এর পরিমাণ ২৮১.৪৫ কোটি টাকা প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০০৪-০৫ অর্থবছরে যে সকল সংস্থা উল্লেখযোগ্য হারে লভ্যাংশ প্রদান করবে বলে আশা করা যায় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল -বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন (২০০.০০ কোটি টাকা), চট্রগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ (৫০.০০ কোটি টাকা), বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (২০.০০ কোটি টাকা), ঢাকা ওয়াসা কর্তৃপক্ষ (৩.০০ কোটি টাকা) এবং মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ (১.৫০ কোটি টাকা)।

সরকারি অনুদান/ভর্তুকি প্রদান*

সরকার ২০০৩-০৪ অর্থবছরে ১৪টি রাষ্ট্রীয় সংস্থাকে অনুদান/ভর্তুকি হিসেবে ৩৯১.৪৫ কোটি টাকা প্রদান করেছে। ২০০৪-০৫ অর্থ বছরে এর পরিমাণ ৫০৬.৩৩ কোটি টাকা প্রাক্কলন করা হয়েছে। বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশনকে পাটজাত দ্রব্য রপ্তানির বিপরীতে নগদ সহায়তা হিসেবে ভর্তুকি প্রদান করা হয়। এই সংস্থাকে ২০০৩-০৪ অর্থবছরের রপ্তানি মূল্যের ৭.৫ শতাংশ হারে ৩৩.০৩ কোটি টাকা ও ২০০৪-০৫ অর্থবছরের মে পর্যন্ত রপ্তানি মূল্যের ৭.৫ শতাংশ হারে ২৭.১০ কোটি টাকা ভর্তুকি প্রদান করা হয় (সারণি ৯.২)।

সারণি ৯.২ঃ রাষ্ট্রীয় সংস্থায় সরকারি অনুদান/ভর্তুকির পরিমাণ (১৯৯৮-৯৯ হতে ২০০৪-০৫ পর্যন্ত)

কর্পোরেশনের নাম	১৯৯৮-৯৯	১৯৯৯-০০	২০০০-০১	২০০১-০২	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫ (সংশোধিত)
বিসিআইসি	৩.০০	৩.০০	৩.০০	-	-	-	-
বিএসইসি	০.১০	০.১০	০.১০	০.১০	-	-	-
বিজেএমসি	৫৬.২৫	৫৪.১০	৫৯.৮৪	৫৩.৬০	২৬.০৪	৩৩.০৩	২৭.১০
বিআইডব্লিউটিসি	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০
আরডিএ	০.০৮	০.১০	০.১০	০.১০	০.০৯	০.০৯	০.১০
বিএফএফডব্লিউটি	১১.৪৬	১৬.২৫	১৬.২৫	১৬.২৫	১৬.২৫	১৬.২৯	১৬.৪৪
বিআইডব্লিউটিএ	১৬.৯৫	১৭.৭৫	২১.৯৫	২২.৫৫	২৩.৪০	২৭.৮৬	৩০.৯৫
বিএসসিআইসি	১৫.৫০	১৬.৬০	১৮.৬৫	১৮.৪৫	১৯.০৪	২১.৫০	২২.৫০
আরইবি	১৪.০০	১২.০০	৮.০০	৮.০০	৮.০০	৮.০০	৮.০০
বিএইচবি	৩.৩২	৪.০৪	৪.১৭	৪.০৫	৪.০৫	৪.৫৮	৪.৬৭
বিএসবি	২.৯১	২.৯৩	৪.১৭	৪.৪৭	৪.৬২	৪.৩০	৪.০৭
ইপিবি	-	-	-	-	৩.০০	৭.৫০	১০.০০
বিএডিসি	-	৩৫.০০	৩৫.০০	৩৫.০০	৩৫.০০	৩৭.০০	৩৮.০০
বিডব্লিউডিবি	-	১৪৩.৩২	১৭১.৮১	১৫৯.৪৯	১৯১.৬৯	২৩০.৮০	৩৪৪.০০
মোট	১২৪.০৭	৩০৫.৬৯	৩৪৩.৫৪	৩২২.৫৬	৩১১.৬৮	৩৯১.৪৫	৫০৬.৩৩

উৎসঃ মনিটরিং সেল, অর্থ বিভাগ।

* মুদ্রিত বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০০৫-এর উপাত্ত সংশোধন করা হয়েছে।

সরকারি দায় -দেনা (Debt Service Liabilities)

২০০৩-০৪ অর্থবছরে ৪৪টি রাষ্ট্রঃহ মালিকানাধীন সংস্থার নিকট হতে দায়-দেনা (ডি,এস,এল) খাতে আদায়ের পরিমাণ ১২৯০.৪৫ কোটি টাকা যা ঐবছরের মোট ডিএসএল পাওনা ১৪৮৮.৯৬ কোটি টাকার শতকরা ৮৭ ভাগ। ২০০৪-০৫ অর্থবছরে ৪৪টি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার নিকট মোট ডিএসএল পাওনার পরিমাণ ১৪৮৫.৭১ কোটি টাকা। উক্ত ডিএস এল পাওনা হতে ১৫ মে, ২০০৫ পর্যন্ত ৭৭৮.২৮ কোটি টাকা আদায় করা হয়। ২০০৪-০৫ অর্থবছরে যে সকল রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার ডিএসএল ২০০৩-০৪ অর্থবছরের তুলনায় বেশী হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেঃ বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, ঢাকা ওয়াসা বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন প্রভৃতি।

ব্যাংক ঋণ

৪৪টি রাষ্ট্রীয় সংস্থার নিকট রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের মার্চ, ২০০৫ পর্যন্ত মোট ৮,৭৩৯.১৮ কোটি টাকা ঋণ রয়েছে যার মধ্যে খেলাপী ঋণের পরিমাণ হচ্ছে ১৬৭৪.৩০ কোটি টাকা (৯%) । যে সকল সংস্থার নিকট রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের সর্বোচ্চ ঋণ রয়েছে সেগুলো হ'লঃ বিপিসি (৩,১৫৫ কোটি টাকা), বিজেএমসি (২,৮০৭ কোটি টাকা), বিটিএমসি (৪৮১ কোটি টাকা), বিসিআইসি (১৮৩ কোটি টাকা), বিএসএফআইসি (৫০৯ কোটি টাকা), বিএসইসি (১৮৩ কোটি টাকা), বিএডিসি (১১৫ কোটি টাকা), বিএসসি (৫২ কোটি টাকা), বিপিডিবি (৮৮০ কোটি টাকা) ও বিএফএফডব্লিউটি (১৭ কোটি টাকা)। অন্যদিকে, যে সকল সংস্থার নিকট সর্বোচ্চ খেলাপি ঋণ রয়েছে সেগুলোঃ বিটিএমসি (৪৭৮ কোটি টাকা), বিসিআইসি (১৪০ কোটি টাকা), বিএসইসি (৮০ কোটি টাকা), বিএডিসি (১১২ কোটি টাকা) ও বিএসসি (৫২ কোটি টাকা)।

রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের আর্থিক বিশ্লেষণ

বাংলাদেশে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের প্রায় সমস্ত সম্পদ ও ঋণ সরকার অথবা রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক যোগান দেয়া হয়ে থাকে। সুতরাং এ সকল কর্পোরেশনসমূহের আর্থিক অবস্থার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মোট সম্পদের উপরে মুনাফার হার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি।

সারণি-৯.৩ ঃ রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের অর্জিত মুনাফা ২০০০-০১ হতে ২০০৩-০৪ (সংশোধিত)।

(কোটি টাকায়)

	২০০০-২০০১ প্রকৃত	২০০১-২০০২ প্রকৃত	২০০২-২০০৩ প্রকৃত	২০০৩-২০০৪ প্রকৃত	প্রবৃদ্ধির হার
১। পরিচালন রাজস্ব	২৫৫৯৪	২৭৪৬৪	৩০৫০০	৩২৫৪১	৮.২৫
২। পরিচালন উদ্বৃত্ত	(১৭৭৩)	(৫০৬)	৩৫৪	৮৭	১.৭৩
৩। পরিচালন বহির্ভূত রাজস্ব	৫৭১	৪৪৯	১১৫৩	৬৭৫	৫.৬৮
৪। কর্মচারী অংশীদারী তহবিল	২৪	২৪	৩২	৩৯	১৭.৩৮
৫। ভর্তুকী (প্রত্যক্ষ)	০.১০	৮	৮	৮	৩২৪.৬৪
৬। সুদ	১২৩২	১১৪১	১১৫১	৯৬৬	(৮.০৩)
৭। করপূর্ব নীট লাভ/লোকসান (২+৩+৫)-(৪+৬)	(২৪৫৮)	(১২১৪)	৩৩২	(২৩৫)	(৫৩.৯১)
৮। কর	১৮৩	২০৮	২৫৫	৩৪৩	২৩.০৪
৯। করউত্তর নীট লাভ/লোকসান (৭-৮)	(২৬৪১)	(১৪২২)	৭৭	(৫৭৮)	(৩৯.৪৩)
১০। লভ্যাংশ (ডিভিডেন্ড)	১৫৬	১৮০	১৮৮	২২৪	১২.৬৮
১১। সংরক্ষিত আয় (৯-১০)	(২৭৯৭)	(১৬০২)	-১১১	(৮০২)	(৩৩.৭৮)
১২। মোট বিনিয়োগ/ফান্ড	৮৯৯২১	৯৬৮৪৮	১১৩০৬৮	১২৯৪৪৭	১২.৭৮
১৩। ইকুইটি	২২৪৯৩	২৫০৬৬	৩৩৪০১	৫০৮১১	৩০.৮৬
১৪। মোট সম্পদের উপর পরিচালন মুনাফারহার (২÷১২)	(১.৯৭)	(০.৫২)	০.৩১	০.০৭	-
১৫। পরিচালন রাজস্বের উপর নীট মুনাফার হার (৯÷১)	(১০.২৮)	(৫.১৮)	০.২৫	(১.৭৮)	-
১৬। ইকুইটির উপর লভ্যাংশের হার (১০÷১৩)	০.৬৯	০.৭২	০.৫৬	০.৪৪	-
১৭। মোট সম্পদের টার্নওভার (১÷১২)	০.২৮	০.২৮	০.২৭	০.২৫	-

উৎসঃ মনিটরিং সেল, অর্থ বিভাগ।

সারণি-৯.৩ঃ এ রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের মোট সম্পদের উপর পরিচালন মুনাফার হার (ROA), পরিচালন আয়ের উপর নীট মুনাফার হার (Margin on Operating Revenue), ইকুইটির উপর লভ্যাংশের হার (Return on Equity) ও সম্পদের টার্নওভার (Asset turnover) ইত্যাদি দেখানো হয়েছে।

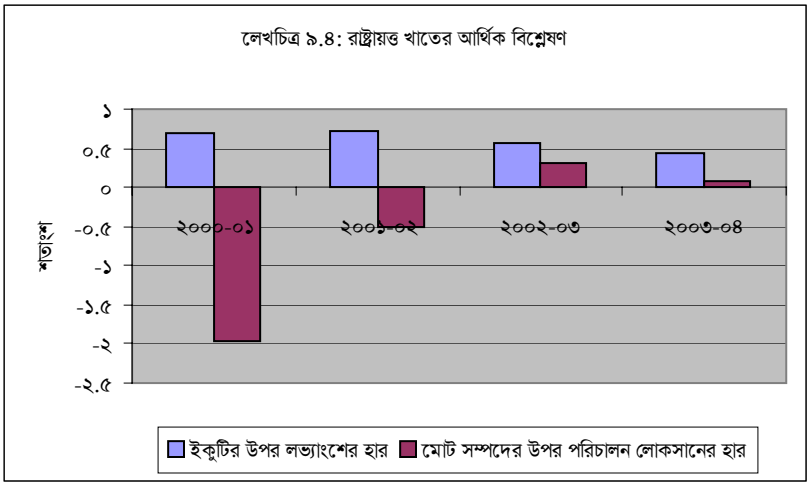

রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের মোট পরিসম্পদের উপর পরিচালন মুনাফার হার (ROA) প্রথম দুবছরে ঋণাত্মক ও পরবর্তী দুবছরে ঋণাত্মক না হলেও এর পরিমাণ অতি সামান্য। অর্থাৎ ২০০২-২০০৩ অর্থবছরে ০.৩১ শতাংশ এবং ২০০৩-২০০৪ অর্থবছরে ০.০৭ শতাংশ। পরিচালন রাজস্বের উপর নীট লোকসানের হার প্রথম তিন বছরে ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায় ও শেষ বছরে কিছুটা বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। ইকুইটির উপর লভ্যাংশের হার ২০০০-২০০১ অর্থবছরে ছিল০.৬৯ শতাংশ যা ২০০৩-২০০৪ অর্থবছরে ০.৪৪ শতাংশে হ্রাস পায়। সম্পদের টার্নওভার পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ২০০৩-২০০৪ অর্থবছরের সম্পদ ব্যবহারের দক্ষতা পূর্বের অর্থ বছর হতে কিছুটা হ্রাস পেয়েছে।